কোটচাঁদপুর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম। শনিবার কোটচাঁদপুরের বলুহর স্ট্যান্ডের একটি কক্ষে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা কে এম হেলারিং, কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য ও শ্রমিকলীগ নেতা নাসির উদ্দীন।

তিনি বলেন কুশনা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। গেল ২০১৪ সালে তাঁর পিতা জোনাব আলী মাস্টারকে শেরখালী মোড়ে কে বা কাহারা গুলি করে হত্যা করেন। ওই ঘটনার মামলায় তিনি আমাকে আসামি করেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

সম্প্রতি তিনি মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মানসে,আমার ছেলের ফেসবুকে করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে কোটচাঁদপুর থানায় জিডি করেন। জিডিতে তিনি তাঁর প্রাণ নাশের হুমকি ধামকি কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের পর তিনি আমি ও আমার পরিবার নিয়ে যে নীল নকশা করছেন। তাঁর প্রতিবাদে আমি ও তাদের নামে কোটচাঁদপুর থানায় একটি জিডি করেছি। জিডি নাম্বার-৬০৬, তারিখঃ ১৩-০৩-২৪।

রবিউল ইসলাম বলেন, তিনি যে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা করছেন। তাঁর এ নীল নকশা উন্মোচনের জন্য আজ এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমি চাই এ সংবাদটি আপনারা আপনাদের সু-নাম ধন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কুশনা ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান ও যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বলেন, ওই সময় তারা আমাকে না পেয়ে

নিরিহ মানুষ আমার পিতাকে হত্যা করান। সেই থেকে আমি তাদের ভয়ে ১০ বছর বাড়ি ছেড়ে কোটচাঁদপুর ভাড়ার বাসায় থাকতাম।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর হলেও আমার পিতার হত্যা মামলার শুনানি হয় গেল ৬ মার্চ। এরপর থেকে তারা আমার উপর বিভিন্ন প্রকার

হুমকি ধামকি অব্যহত রেখেছেন। আমি কোন উপায় না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় জিডি করেছি। এ কারনে তারা আমার উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় আমার ও আমার স্ত্রী নামে মিথ্যা জিডি করেছেন। এখন মামলাটি ভিন্ন খাতে নিতে ষড়যন্ত্র করছেন। সত্য ঘটনা পত্রিকায় তুলে ধরায়, তা ধামা চাপা দিতে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন তারা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন আব্দুল হান্নান।

কোটচাঁদপুরে ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত

কোটচাঁদপুরে ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয়েছে। তবে দিবসে ছিলেন না জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়িরা। আজ শুক্রবার স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবে এ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহক আলী, কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা ক্যাবের সভাপতি প্রভাষক তুহিন, সদস্য শরিফুজ্জামান আগা খান ও গণমাধ্যম কর্মী সুব্রত কুমার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া

সুলতানা।দিবসটি নিয়ে বক্তারা বাজার ব্যবস্থা, বাজার মনিটরিং সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

কোটচাঁদপুরে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়েছে। রবিবার এ উপলক্ষে আলোচনা সভা,র্যালী ও দূর্যোগ প্রস্তুতি মূলক মহড়া করা হয়।

দিবসটি পালন সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা চত্বর থেকে র্যালী বের হয়। র্যালীটি শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদর্ক্ষিন করেন।

পরে এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দূর্যোগ প্রস্তুতি মূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়া পরিচালনা করেন কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার আক্কাস আলী। এ সময় ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা দূর্যোগ প্রস্তুতির বিভিন্ন মহড়া প্রদর্শন করেন।এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান,বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল ইসলাম,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম,কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল ইসলাম,সাংবাদিক সুব্রত, সাংবাদি মোঃ মঈন উদ্দিন খান, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাসার ।

[redacted]

“[redacted],[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থেকে ইজিবাইক চুরি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের জগদ্বীশপুর গ্রাম থেকে ইজিবাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী জগদ্বীশপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে ইজিবাইক চালক ইব্রাহিম মন্ডল জানান, প্রতিদিনের ন্যায় সারাদিন শহরে ভাড়া মেরে রাত ৯ টার দিকে নিজ বাড়ির ভিতর চার্জে বসিয়ে লোহার শিকলি দিয়ে ঘরের জানালার সাথে তালা মেরে বাড়ির সবাই ঘুমাতে যায়। এরপর রাত ২ টার দিকে ঘুমথেকে উঠে বাইরে বের হয়ে দেখি ইজিবাইক টা আছে। ভোর রাতে আমার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে ইজিবাইক টি দেখতে না পেয়ে আমাকে ঘুম থেকে ডাক দিলে উঠে এসে দেখি শিকলি কেটে চোর চক্র ইজিবাইক টি নিয়ে গেছে। তারপর অনেক খুজাখুজির পর না পেয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি।

এ বিষয় মডেল থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক সারমিন আক্তার বলেন, ইজিবাইক চুরির ঘটনা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি স্যার অফিসে আসলে এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগুন

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এ সময় ভীত সন্তস্ত্র হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন রোগীর অভিভাবকরা। এতে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আতংক কাটেনি তাদের মধ্যে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত জানিয়েছেন

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আক্কাস আলী।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক রমিজ উদ্দিন (তপু) বলেন, রাত তখন ১০ টা বাজে। হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম আগুন লাগার। ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পেলাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলার ডায়রিয়া শিশু ওয়ার্ড এটি। ওই ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক সুইসে থেকে আগুনের সুত্র হয়েছিল বলে জানতে পেলাম। এ সময় আগুনের ভয়ে ভীত সন্তস্ত্র হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন রোগীর অভিভাবকরা। তবে ওই ঘটনায় কারো কোন ক্ষতি হয়নি।

শিশু ওয়ার্ডের সার্থকের পিতা সজিব দাস বলেন, আগুন লাগার পর খুবই ভয় পেয়ে ছিলাম। এ সময় ওই ওয়ার্ডে আমার বাচ্চা সহ অনেক বাচ্চা ছিল। সবাই নিজ নিজ বাচ্চা নিয়ে নিচে নামার চেস্টা করেন। খোজেন নিরাপদ আশ্রয়।

তিনি বলেন, পরে আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলে কিছু রোগী ওয়ার্ডে ফিরে আসে। আর কিছু রোগী রাতেই বাড়িতে ফিরে যান। তবে রোগীরা ওয়ার্ডে ফিরলেও আতংক ছিল সবার চোখে মুখে।

একই কথা বলেন, কামরুন নাহারের অভিভাবকসহ ওই ওয়ার্ডের অনেকে। তারা বলেন, আমরা ছিলাম পাশের সাধারণ ওয়ার্ডে। আগুন লাগার পর ওয়ার্ডের সবাই সব কিছু ফেলে রেখে বাচ্চাগুলো নিয়ে নিচে নেমে যায়। পরে ওয়ার্ডে ফিরে এলেও আতংক ছিল সবার ভিতর।

ওই ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র স্ট্যাফ নার্স শাহানাজ পারভিন বলেন,রাত সে সময় ১০ টা বাজে।হঠাৎ করে আগুন লাগার চিৎকার শুনতে পারি। এ ছুটে বৈদ্যুতিক সার্ভিস বন্ধ করে দেয়ার পর আগুন নিভে যায়। তবে ধোয়া উঠতে থাকে।

তিনি বলেন, ঘটনার সময় ডায়রিয়া আর সাধারণ ওয়ার্ডে ৪০ টি বাচ্চা ভর্তি ছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ভয়ে কিছু রোগী বাড়ি চলে যান ওই সময়।তবে বেশির ভাগ রোগীই ভর্তি ছিল।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা আক্কাস আলী বলেন,রাত ১০ দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছিলাম। ১০.১০ মিনিটের সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন দেখতে পায়নি। তবে গন্ধ আর ধোয়া ছিল সে সময় ও।

তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে দেখে মনে হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট

থেকে এ আগুনের সুত্রপাত হয়েছিল।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,বৈদ্যুতিক বোডের মধ্যে টিকটিকি ছিল। এ কারনে শর্টসার্কিটের ঘটনা ঘটে। এ সময় আমাদের নার্স শাহানাজ পারভিন রোগীদের মাধ্যমে জানতে পেরে দ্রুত মেইন সার্ভিসের সুইস বন্ধ করে দেন। এছাড়া অন্যরা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। এতে করে তেমন কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। তবে সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। এতে সাময়িক অসুবিধা হয় রোগী ও অভিভাবকদের। এ কারনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ঘটনার সময় যারা দূর্ঘটনা মোকাবিলায় সহায়তা করেছেন প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কোটচাঁদপুরে পিতা-মাতা আর ছোট ভাইয়ের লাটির আঘাতে জীবন গেল যুবকের

স্ত্রীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় পিতা-মাতা আর ছোট ভাইয়ের লাটির আঘাতে জীবন গেল রেজাউল ইসলামের (২৪)। গতকাল সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে চৌগাছা উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের বড়খানপুর গ্রামে। ওইদিন রাতে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। ওই ঘটনায় মা সালেহাকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সামসুল আলম ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চৌগাছার বড়খানপুর গ্রামের ঢাকা পাড়ার বাসিন্দা আয়তাল হোসেন (৬০)। পারিবারিক কলহের কারনে বড় দুই ছেলে বাবা- মা থেকে আলাদা সংসারে বসবাস করতেন রেজাউল ইসলাম।

রেজাউল ইসলাম বিয়ের পর থেকে মা সালেহা স্ত্রী সুমি আক্তারের উপরে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতেন।গতকাল সোমবার সকালে মা সালেহা বেগমের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন ছেলে রেজাউল।

এতে করে কলহে জড়িয়ে পড়েন তারা। এক পর্যায়ে পিতা আয়তাল হোসেন ও ছোট ছেলে মনির রেজাউলকে ধরে রাখেন। আর মা সালেহা বেগম রেজাউলের শরিরের বিভিন্ন স্থানে শক্তলাঠি দিয়ে মারপিট করে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন রেজাউল ইসলাম।

এ সময় স্ত্রী সুমি গ্রাম্য ডাক্তার ডেকে আনলে চিকিৎসায় বাধা দেন তারা। এরপর সময় যত যেতে থাকে অবস্থার অবনতি হয় রেজাউলের। পরে রাত ১০ টার দিকে অবস্থা খারাপ দেখে স্ত্রী সুমি আক্তার স্থানীয়দের সহযোগীতায় স্বামী রেজাউলকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজিয়া সুলতানা (ডানা) বলেন,রোগী ভর্তি করা হয়েছিল। কি কারনে ভর্তি করেছিলাম । আর রোগী কেমন ছিল সেটা খাতায় লেখা আছে দেখে নেন।

এ দিকে ওই ঘটনায় মা সালেহাকে আটক করেছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন। তিনি বলেন, পারিবারিক কলহের কারনে এ হত্যা কান্ড ঘটেছে। মৃত দেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি চৌগাছা থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে, ওনারা এসে মৃত দেহ ও আটককৃত সাহেলাকে নিয়ে যাবেন।

চৌগাছা থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ওই ঘটনায় কোনো অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুর নির্বিচারে গাছ কেটে ও ফসল বিনষ্ট করে রাস্তা সংস্কার

নির্বিচারে গাছ কেটে ও ফসল বিনষ্ট করে মেরামতের কাজ হচ্ছে কোটচাঁদপুর জিসি-গান্না জিসি ভায়া তালিনা সড়কের। সিডিউল অনুপাতে

কাজ করা হচ্ছে দাবি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের। ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার ঠিকাদারকে নিতে হবে বলছেন উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ।

ওই ঘটনার তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (CAFDRIRP) এর আওতায়। কাজটি পান রাজশাহীর গাড়ামারী সাহেব বাজারের বরেন্দ্র কনষ্ট্রাকশন। এ কাজের প্রাক্কল্পিত মূল্য ছিল ২,৫৭,৭৮,৯২৬.০০ টাকা। আর চুক্তি মূল্য ছিল ২,৩২,০১,০৩৩,৪০০ টাকা।

পরে কাজটি কিনে নেন ঝিনাইদহের কাজী মাহবুবুর রহমান কনস্ট্রাকশন। এরপর গেল ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মেরামতের কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। এ সময় ওই প্রতিষ্ঠানটি চাষিদের সব বাঁধা উপেক্ষা করে সড়কের দুই পাশের মেহগনি, কড়াই, নিম, তাল ও খেজুর গাছ কেটে দিয়েছেন। নষ্ট করেছেন ধান, ভূট্রা, মসুরি, গমসহ বিভিন্ন ফসল এমন অভিযোগ ভুক্তভুগীদের।

এ দিকে ওই সব কাটা গাছ নিয়ে ব্যবসায় মেতেছেন সংশ্লিষ্ট অফিসের সুপার ভাইজার আব্দুর রহিমসহ ও এলাকার কিছু অসাধু মানুষ। তারা ওই কাটা গাছ নিয়ে গিয়ে তাদের ইচ্ছে মত ব্যবসা করেছেন এমন দাবি ও তাদের।

তবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করে কাজী মাহবুবুর রহমান কনস্ট্রাকশনের মালিক ঠিকাদার মাহবুবুর রহমান রুনু বলেন,গাছ কাটার সময় অফিসের সুপার, এসও ও কার্যসহকারী ছিলেন। ওনারা যদি গাছ অফিসে না দিয়ে থাকেন, তাঁর জন্য ওনারা দায়ী। ওনাদের ধরলে সব পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, সিডিউল অনুযায়ী সড়কের পাশ থেকে মাটি কেটে দেয়ার কথা। আমরা সেটাই করছি। আর ওই কাজ করতে গিয়ে সড়কের কিছু গাছ মারতে হয়েছে, তা না হলে ভেকু দিয়ে মাটি কাটা সম্ভব হচ্ছিল না।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কালিগঞ্জের শিশুতলা থেকে বালিয়াডাঙ্গা সড়কে একইভাবে সড়কের পাশ থেকে মাটি কেটে দেয়া হয়েছে। তারা কোন অভিযোগ করেননি। চাষিদের ক্ষতি নিয়ে প্রশ্নে করলে তিনি বলেন, চাষিরা আমার কাছে কোন করেননি।

এ ব্যাপারে তালিনা গ্রামের শান্তি সর্দার বলেন, আমার মাত্র ১০ কাঠা জমিতে ভূট্রার চাষ ছিল। মাটি কাটার স্বার্থে অর্ধেক জমির কাঁচা ভূট্রার গাছ কেটে নিতে হয়েছে। কাঠা পড়েছে আমার বেশ কয়েকটি কড়াইসহ অন্যান্য গাছও।

তিনি বলেন, ভেকু দিয়ে মাটি না কেটে কোদাল দিয়ে মাটি কাটলে চাষিদের এত বেশি ক্ষতি হত না। গাছ পালাও বিনষ্ট হত না। এত ক্ষতিপূরন কে দিবে আমাদের। কে আছে আমাদের কথা শোনার। আমরা এ ঘটনার তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানাচ্ছি।

তালিনা গ্রামের মন্টু মিয়া বলেন, মজিদ নামের ১ জনেরই ১ শ খেজুর গাছ কাটা পড়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক চাষিরও কাটা পড়েছে গাছ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন,ঠিকাদার কাজ শুরু করেছেন আমি জানতাম না। এরপর জানতে পারলাম গাছ মারার ঘটনা। এরপর কাজ বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে ঠিকাদারকে। তিনি কাজ করেননি। আপনারা ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।
তিনি বলেন, আমি তো ঠিকাদারের সঙ্গে মারামারি করতে পারবো না। আমি তাকে কাজ করতে না করেছি, এরপরও তিনি এগুলো করছেন। তবে আমি স্যারকে বলেছি, স্যার ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান। নির্বিচারে গাছ কাটা ও ফসল নষ্টের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর ঠিকাদারকে এ সব বন্ধ করতে বলেছিলাম।তিনি বন্ধ করেননি, তাহলে এ সবের দায়ভারও ওনাকে নিতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছি। তারা ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া নায়েব সাহেবকে পাঠানো হয়েছে। তিনি দেখে আসার পর রিপোর্ট দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় বীমা দিবস পালিত

“করবো বীমা গড়বো দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে জাতীয় বীমা দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শুক্রবার (০১ মার্চ) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়ে উপজেলা অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে ।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার কুমার, একাডেমি সুপারভাইজার মোঃ ফারুক হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম প্রমুখ।

তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পপুলার লাইফ ইনসুরেন্সের এজিএম আবুল কালাম আজাদ, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানির কোটচাঁদপুর অফিসের এজিএম মঈন উদ্দীন খান, সোনালী লাইফ ইনসুরেন্সের মুজাহিদুল ইসলাম, ন্যাশনাল লাইফ ইনসুরেন্সের কোম্পানির এ জি এম আল-আমীন,ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সেরকোম্পানির এ জি এম কাজী রওশান আরা।

সে সময় অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, জীবনে চলার পথে বীমার কোন বিকল্প নেই। ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম কর্মজীবনে আলফা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেই হিসাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে বর্তমান সরকার ১লা মার্চকে ১ম জাতীয় বীমা দিবস হিসাবে ঘোষনা করেন।

এসময় অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কর্মরত অফিসার ও মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে জমি কিনে বে-

কায়দায় পড়লেন অসহায় পরিবার, মানববন্ধন

টাকা দিয়ে জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন, মৃত আলফাজ উদ্দিনের অসহায় পরিবার। জমি রেজিষ্ট্রি করে দেবার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ওই পরিবারটি।

আজ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের সড়কে এ কর্মসুচী পালন করেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে শতশত গ্রামবাসী অংশগ্রহন করেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা যায়, গেল ২০ বছর আগে কোটচাঁদপুর উপজেলার হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের দিদার বক্সের নিকট থেকে জমি কিনেন ওই গ্রামের আলফাজ উদ্দিন। সে থেকে দখলে নিয়ে জমিটি চাষাবাদ করে আসছেন পরিবারটি।

দিদার বক্সের নিকট ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার কথা বললে তিনি আজ দিবা, কাল দিবে বলে কালক্ষেপণ করতে থাকে। হঠাৎ করে মারা যান জমির মালিক দিদার বক্স। রেখে যান স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সন্তান।

গেল ১৫ দিন আগে দিদার বক্সের স্তী সালেহা বেগম ও মেয়ে শাহানাজ ওই জমি রেজিষ্ট্রি করে দেন অসহায় আলফাজের পরিবারকে। যার পরিমান ১১ শতক।

তবে বাকি জমি রেজিষ্ট্রি করে দিতে দ্বিমত জানিয়েছেন দিদারের বক্সের দুই ছেলে সাইদুর রহমান ও মিজানুর রহমান। রাতের অন্ধকারে নষ্ট করছেন দখলীকৃত জমির ফসল। হামলা মামলার ভয়ভীতিও দেখাচ্ছেন তারা।

কোন উপায় না পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার কেনা জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় গ্রামের শত শত মানুষ ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসুচীতে অংশ গ্রহন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের আইনাল হক, আজগর আলী, মৃত আলফাজ মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ